গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা- ২
www.rdcd.gov.bd

স্মারক নং- ৪৭.০০.০০০০.০৩২.২২.২০১.১৮(অংশ-১)-৩১৬(১২)

১২ ভাদ্র, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ।
তারিখঃ ----------
২৭ আগস্ট, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ- সমবায় সমিতি আইন-২০০১ (সংশোধিত, ২০০২ ও ২০১৩) সংশোধনের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সমবায় সমিতি আইন-২০০১ (সংশোধিত, ২০০২ ও ২০১৩) সংশোধনের নিমিত্ত গঠিত কমিটির সভা গত ০৩-০৭-২০১৮ খ্রি: তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো: মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ, *এম.পি* মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ১২ (বার) পাতা।

২৭/০৮/১৮
(সৈয়দ ফরহাদ হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৮২২২৯
e-mail:section21984@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):-

০১। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), ৫, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৩। সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন, ২২, দিলকুশা, ঢাকা।
০৪। সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন, ৯/ডি, মতিঝিল, ঢাকা।
০৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্ক ইউনিয়ন), ঢাকা।
০৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, পল্লী ভবন (৭ম তলা), ৫, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৭। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্সুরেন্স লি:, সায়হাম স্কাইভিউ টাওয়ার, ৪৫, বিজয়নগর, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):-

১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় **(মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।**
২। প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ **(মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।**
৩। সচিবের একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ **(সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।**
৪। সিস্টেম এনালিস্ট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(কার্যবিবরণীটি এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।**
৫। অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ ও বাঃ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। যুগ্মসচিব (প্র: অধিশাখা-২) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা- ২
www.rdcd.gov.bd

বিষয়ঃ **সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর সংশোধনী বিষয়ে অনুষ্ঠিত গঠিত কমিটির সভার কার্যবিবরণী।**

সভার সভাপতি	:	**জনাব মো: মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি** মাননীয় প্রতিমন্ত্রী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
সভার তারিখ ও সময়	:	০৩-০৭-২০১৮ খ্রি:, সময়: ১০.৩০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সন্মেলন কক্ষ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী **জনাব মো: মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি** এর সভাপতিত্বে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর সংশোধনী বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা **পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য।**

২.০ সভাপতি সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় তিনি সচিব মহোদয়কে সভার বিষয়বস্তু ক্রমানুসারে উপস্থাপনের অনুরোধ করেন। সচিব মহোদয় সভায় জানান যে, যেহেতু সভাটি সমবায় আইনের সংশোধন সম্পর্কিত সেহেতু প্রথমে যে সকল ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে সে ধারাগুলি চিহ্নিত করে সে সকল ধারাসমূহে সংশোধনী করা সমীচীন হবে । অত:পর তিনি সভার বিষয়বস্তু ক্রমানুসারে উপস্থাপনের জন্য সমবায় অধিদপ্তরের উপ-নিবন্ধক (আইন) জনাব আব্দুল মজিদকে অনুরোধ করেন। উপ-নিবন্ধক (আইন) সভার বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করলে মহাপরিচালক বিআরডিবি আলোচনায় অংশ নিয়ে দ্বি-স্তর বিশিষ্ট নতুন একটি অধ্যায় সংযোজন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভাপতি মহোদয় টেকসই ও সমবায় বান্ধব আইন সংশোধনের উপর জোর দেন এবং সে আলোকে সমবায় সমিতি আইন সংশোধন করার লক্ষ্যে সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে মতামত/পরামর্শ প্রদানের আহ্বান জানান।

৩.০ এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :-

ধারা	বিদ্যমান আইন	ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	যৌক্তিকতা/মন্তব্য	সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত
ধারা-১	**সংক্ষিপ্ত শিরোনাম :** ১। এই আইন সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।				
ধারা-২	**সংজ্ঞা:** বিষয় বা প্রসংগের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই আইনে,-	ধারা-২	**সংজ্ঞা** বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই আইনে-	"প্রসঙ্গের" বানান টি শুদ্ধ করা হয়েছে।	এই সংশোধনীটি বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ধারা	বিদ্যমান আইন	ধারা	সংশোধনী প্রস্তাব	যৌক্তিকতা/মন্তব্য	সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত
	(১১) "নিবন্ধক" অর্থ এই আইনের ধারা ৬ এ উল্লিখিত নিবন্ধক ও মহাপরিচালক; এবং এই আইন বা বিধির অধীনে নিবন্ধকের কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত নিবন্ধকের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত;		(১১) "নিবন্ধক" অর্থ এই আইন ও বিধির অধীনে নিবন্ধকের কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত নিবন্ধকের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত;	সংশোধিত আইনের বর্ণনার স্বার্থে সংযোজন করা প্রয়োজন।	(১১) "নিবন্ধক" অর্থ এই আইনের ধারা ৬ এ উল্লিখিত নিবন্ধক ও মহাপরিচালক; এবং এই আইন বা বিধির অধীনে নিবন্ধকের কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত সরকারের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি ও অন্তর্ভুক্ত (ডিজি বিআরডিবি মহোদয়ের প্রস্তাব)
	(চ) দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতি অর্থাৎ গ্রাম পর্যায়ে নির্ধারিত গঠিত কমপক্ষে ১০ (দশ) টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির সমন্বয়ে উপজেলা বা থানা পর্যায়ে গঠিত উপজেলা বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিমিটেডকে বুঝাইবে।		(চ) দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতি অর্থাৎ গ্রাম পর্যায়ে নির্ধারিত গঠিত ন্যূনতম ১০ (দশ) টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির সমন্বয়ে উপজেলা বা থানা পর্যায়ে গঠিত উপজেলা বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিমিটেডকে বুঝাইবে।	সংশোধিত আইনের বর্ণনার স্বার্থে সংযোজন করা প্রয়োজন।	(চ) দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতি অর্থাৎ গ্রাম পর্যায়ে নির্ধারিত গঠিত কমপক্ষে ১০ (দশ) টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির সমন্বয়ে উপজেলা বা থানা পর্যায়ে গঠিত উপজেলা বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিমিটেড এবং বি আর ডি বি সহায়তাপুষ্ট দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতি বুঝাইবে।

ধারা-৯	**নিবন্ধন ব্যতীত 'সমবায়' শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ, ইত্যাদি ।-** (১) এই আইনের অধীন সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত না হইলে কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিসংঘ, সংগঠন বা সমিতি উহার নামের অংশ হিসাবে সমবায় বা (Co-operative) শব্দ ব্যবহার করিবে না। (২) সমিতির নিবন্ধিত নাম ব্যতীত সমিতির সাইন বোর্ড, বিল বোর্ড বা প্রচারপত্রে অন্য কোন নাম বা শব্দ ব্যবহার করা যাইবে না। (৩) নিবন্ধিত বা নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত কোন সমবায় সমিতির নামের সাথে কমার্স, ব্যাংক, ইনভেস্টমেন্ট, কমার্শিয়াল ব্যাংক, লীজিং, ফাইনান্সিং বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা যাইবে না এবং কোন সমবায় সমিতি এইরূপ শব্দযুক্ত নামে ইতোমধ্যে নিবন্ধিত হইয়া থাকিলে এই বিধান কার্যকর হইবার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উহার নাম সংশোধন করিয়া নিবন্ধককে অবহিত করিতে হইবে। (৪) কোন ব্যক্তি এই ধারায় কোন বিধান লংঘন করিলে অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের কারাদন্ড বা অন্যূন ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।		এই ধারায় কোন বিধান লংঘন করিলে নিবন্ধক বা তৎকতৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত সমবায় অধিদপ্তরের কোন কর্মচারী বা সমবায় সমিতির কোন সদস্য ফৌজদারী আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।	সমবায় সমিতিতে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ ও সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই উপধারাটি সংযোজন করা হয়েছে।	নতুন একটি ধারায় এ বিষয়টি সংযোজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

			(১২)উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত যে কোন বিষয়ে বিশেষ সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে তবে পরবর্তী সাধারন সভায় অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।	সমবায় সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই উপধারাটি সংযোজন করা হয়েছে।	এই উপ-ধারার সংশোধনীর প্রস্তাবটি বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
ধারা ১৮					
	(৪) নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি উহার প্রথম অনুষ্ঠিত সভার তারিখ হইতে তিন বছর মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করিবে এবং উক্ত কমিটি উহার মেয়াদ পূর্তির পূর্বে পরবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করিবে।				(৪) নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি উহার প্রথম অনুষ্ঠিত সভার তারিখ হইতে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করিবে ..... .। (মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ ইসরাফিল হোসেন ও শেখ নাদির হোসেন লিপু চেয়ারম্যান মিল্কভিটা এই প্রস্তাব করেন। তবে মন্ত্রী

					মহোদয়ের সাথে অনুষ্ঠিতব সভায় আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি চুড়ান্তকরন করা হবে।)
	(৫) উপ-ধারা (৩) ও (৪) এ বর্ণিত মেয়াদকালের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করা না হইলে মেয়াদ পূর্তির সাথে সাথেই উক্ত কমিটি বিলুপ্ত হইবে এবং নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা নির্বাহ ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সমিতির সদস্য বা সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ১২০ (একশত বিশ) দিনের জন্য একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ করিবেন:		(৫) উপ-ধারা (৩) ও (৪) এ বর্ণিত মেয়াদকালের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করা না হইলে মেয়াদ পূর্তির সাথে সাথেই উক্ত কমিটি বিলুপ্ত হইবে এবং নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা নির্বাহ ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সমিতির সদস্য বা সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ১২০ (একশত বিশ) দিনের জন্য একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ করিবেন: তবে নিবন্ধক ক্ষেএমতে উক্ত কমিটির মেয়াদ আরও ১২০ দিন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।		(৫) উপ-ধারা (৩) ও (৪) এ বর্ণিত মেয়াদকালের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করা না হইলে মেয়াদ পূর্তির সাথে সাথেই উক্ত কমিটি বিলুপ্ত হইবে এবং নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা নির্বাহ ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সমিতির সদস্য বা সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৯০ (নব্বই) দিনের জন্য একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি/প্রশাসক নিয়োগ করিবেন: (শেখ নাদির হোসেন লিপু, চেয়ারম্যান মিল্কভিটা এই প্রস্তাব করেন। তবে মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে অনুষ্ঠিতব্য সভায় আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি চুড়ান্তকরন করা হবে।) এই উপ-ধারার সংশোধনীর প্রস্তাবটি বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	(৭) অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি ধারা (৬) এ বর্ণিত মেয়াদের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে মেয়াদ পূর্তির সাথে সাথেই উক্ত কমিটি বিলুপ্ত হইবে এবং নিবন্ধক উপ-ধারা (৫) ও (৬) এ উল্লিখিত শর্ত ও সময়ের জন্য পুনরায় একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, বিলুপ্তকৃত অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ পরবর্তী কোন অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।		(৭) অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি ধারা (৬) এ বর্ণিত মেয়াদের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে মেয়াদ পূর্তির সাথে সাথেই উক্ত কমিটি বিলুপ্ত হইবে এবং নিবন্ধক উপ-ধারা (৫) ও (৬) এ উল্লিখিত শর্ত ও সময়ের জন্য পুনরায় একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, বিলুপ্তকৃত অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ পরবর্তী কোন অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না। <u>তবে সরকারী কর্মচারীগণের জন্য এই বিধানটি কার্যকর হইবে না।</u>		(মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ ইসরাফিল আলম ও শেখ নাদির হোসেন লিপু, চেয়ারম্যান মিল্কভিটা এই ধারাটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তবে মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে অনুষ্ঠিতব্য সভায় আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি চুড়ান্তকরন করা হবে।)
	(৮) ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচিত সদস্য হিসাবে একাদিক্রমে তিনটি মেয়াদ পূর্ণ করিয়াছেন এমন কোন সদস্য উক্ত মেয়াদের অব্যবহিত পরবর্তী একটি মেয়াদের নির্বাচনে প্রার্থী হইবার যোগ্য হইবেন না।		(৮) ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচিত সদস্য হিসাবে একাদিক্রমে তিনটি মেয়াদ পূর্ণ করিয়াছেন এমন কোন সদস্য উক্ত মেয়াদের অব্যবহিত পরবর্তী একটি মেয়াদের নির্বাচনে প্রার্থী হইবার যোগ্য হইবেন না।	অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সরকারী কর্মচারীগণের দ্বারা গঠিত হইলে প্রক্রিয়াটি সহজতর হইবে। ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সরকারী কর্মচারীগণের দ্বারা গঠিত হইলে এবং ৩য় মেয়াদের জন্য তাদের নিয়োগ দিলে প্রক্রিয়াটি সহজতর হইবে।	সভায় এই ধারার সংশোধনী প্রস্তাবনা বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। তবে মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে অনুষ্ঠিতব্য সভায় আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি চুড়ান্তকরন করা হবে।)

ধারা	**শূন্য পদ পূরণ** (২) কোন সমবায় সমিতির নির্বাচনে কোরাম সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত না হইলে বিদ্যমান কমিটি সম্ভব হইলে উহার মেয়াদের মধ্যে বা, ক্ষেত্রমত, নিবন্ধক কর্তৃক গঠিত অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত নির্বাচনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির শূন্য পদসমূহে নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে শূন্য পদে নির্বাচন করা না হইলে বা নির্বাচনের মাধ্যমে কোরাম সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত না হইলে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন প্রক্রিয়া বাতিল হইবে এবং এইক্ষেত্রে সমিতির কার্যক্রম নির্বাহ ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে।		(২) কোন সমবায় সমিতির নির্বাচনে কোরাম সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত না হইলে বিদ্যমান কমিটি সম্ভব হইলে উহার মেয়াদের মধ্যে বা, ক্ষেত্রমত, নিবন্ধক কর্তৃক গঠিত অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত নির্বাচনের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির শূন্য পদসমূহে নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে শূন্য পদে নির্বাচন করা না হইলে বা নির্বাচনের মাধ্যমে কোরাম সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত না হইলে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন প্রক্রিয়া বাতিল হইবে এবং এইক্ষেত্রে সমিতির কার্যক্রম নির্বাহ ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে।	৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে শূন্য পদে নির্বাচন করতে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয়।	এই উপ-ধারার সংশোধনীর প্রস্তাবটি বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩৪ ধারা	**মুনাফার বিনিয়োগ ও বণ্টন।** (১) প্রত্যেক সমবায় সমিতি প্রতি সমবায় বর্ষে উহার নীট মুনাফা হইতে নিম্নবর্ণিত পরিমাণের অর্থ সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি করিবে:- (ক) সংরক্ষিত তহবিল, ন্যূনতম ১৫%; (খ) অর্থায়নকারী সমবায় সমিতি বা সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে, তদকর্তৃক প্রদত্ত ঋণ বা কুঋণ বা সন্দিগ্ধ ঋণ সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব মিটানো বা ব্যয় নির্বাহের জন্য কুঋণ বা সন্দিগ্ধ ঋণ তহবিল বাবদ ১০%; (গ) সমবায় উন্নয়ন তহবিলের চাঁদা ৩%: তবে এই ৩% এর মধ্যে ২% সমবায় সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সমবায় প্রশিক্ষণ একাডেমীসমূহের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে; (ঘ) উপ-আইনে উল্লেখিত অন্যান্য উদ্দেশ্যে সর্বাধিক ১০%;		(ক) সংরক্ষিত তহবিল ১৫%; (গ) সমবায় উন্নয়ন তহবিলের চাঁদা ২%:	সমবায় সমিতির বিনিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর করা। সমবায় আইনকে সমবায় বান্ধব করার লক্ষ্যে সিডিএফ ১% কমানো হয়েছে।	এই উপ-ধারার সংশোধনীর প্রস্তাবটি বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমবায় উন্নয়ন তহবিলের চাঁদা ১.৫% করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	(ঙ) অবশিষ্ট মুনাফা লভ্যাংশ আকারে সদস্যদের মাঝে বণ্টন। (২) সংরক্ষিত তহবিলের সর্বাধিক ৫০% সমিতির ব্যবসায়িক কার্যক্রমে বিনিয়োগ করা যাইবে। (৩) সংরক্ষিত তহবিল এবং কুঋণ বা সন্দিগ্ধ ঋণ তহবিল নিম্নবর্ণিতভাবে বিনিয়োগ বা জমা রাখিতে হইবে:- (ক) সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সঞ্চয় পত্র বা অনুরূপ কোন সিকিউরিটিতে; (খ) যে কোন তফসিলী ব্যাংকে বা নির্ধারিত অন্য কোন ব্যাংকে] আমানত হিসেবে। (৪) উপ-ধারা (১)(ঙ) তে উল্লেখিত মুনাফা বণ্টনের পূর্বে উক্ত মুনাফার ৫০% পূর্বের ক্ষতি (যদি থাকে) বাবদ সমন্বয় করিতে হইবে।				
৩৫ ধারা	**সমবায় সমিতির সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর বিধি-নিষেধ** ৩৫। (১) কোন সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সাধারণ সভার অনুমতি ব্যতিরেকে ইহার স্থাবর সম্পত্তি এবং যন্ত্রপাতি বা যানবাহনের ন্যায় সম্পত্তি যাহা সমিতির মূলধনের অংশ তাহা বিক্রয়, বিনিময় বা পাঁচ বছরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য ইজারা প্রদানের মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে পারিবে না: তবে শর্ত থাকে যে, কোন সমিতিকে সরকারী ঋণ, বিনিয়োগ, অগ্রিম অথবা অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হইলে বা সরকারী গ্যারান্টি থাকিলে ঐ সকল সমিতি কর্তৃক উল্লিখিত বিক্রয়, বিনিময় বা ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে নিবন্ধকের লিখিত পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত শর্ত ভঙ্গ করিয়া কোন সমবায় সমিতির সম্পদ হস্তান্তর করা হইলে দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ন্যূনতম ৬ (ছয়) মাস, তবে অনধিক ৫ (পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।		(১) কোন সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সাধারণ সভার অনুমতি ব্যতিরেকে ইহার স্থাবর সম্পত্তি এবং যন্ত্রপাতি বা যানবাহনের ন্যায় সম্পত্তি যাহা সমিতির মূলধনের অংশ তাহা বিক্রয়, বিনিময় বা পাঁচ বছরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য ইজারা প্রদানের মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে পারিবে না: তবে শর্ত থাকে যে, সমিতির স্থাবর সম্পত্তি এবং কোন সমিতিকে সরকারী ঋণ, বিনিয়োগ, অগ্রিম অথবা অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হইলে বা সরকারী গ্যারান্টি থাকিলে ঐ সকল সমিতি কর্তৃক উল্লিখিত বিক্রয়, বিনিময় বা ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে নিবন্ধকের লিখিত পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।	সমবায় আইনের প্রয়োগকে আরও অর্থবহ করার লক্ষ্যে এই শব্দটি পরিবর্তন করা হয়েছে। সমবায় সমিতির সম্পদের অপব্যবহার রোধকল্পে এই বিধানটি পরিবর্তন করা হয়েছে।	তবে শর্ত থাকে যে, যে কোন সমিতির স্থাবর সম্পত্তি এবং কোন সমিতিকে সরকারী ঋণ, বিনিয়োগ, অগ্রিম অথবা অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হইলে বা সরকারী গ্যারান্টি থাকিলে ঐ সকল সমিতি কর্তৃক উল্লিখিত বিক্রয়, বিনিময় বা ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে নিবন্ধকের লিখিত পূর্ব অনুমতি গ্রহণ

					করিতে হইবে।
৩৯ ধারা	**সাবেক ও মৃত সদস্যের দায়।** কোন সদস্যের সদস্য পদের অবসান হইলে বা মৃত্যু হইলে এবং অবসান বা মৃত্যুর তারিখে সমবায় সমিতির নিকট তাঁহার কোন দায় দেনা অপরিশোধিত থাকিলে সদস্য পদ অবসান বা মৃত্যুর তারিখের পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে উক্ত দেনা উক্ত সদস্যের রাখিয়া যাওয়া সম্পত্তি হইতে আদায়যোগ্য হইবে, যদি উল্লিখিত তিন বছরের মধ্যে সমবায় সমিতির ধারা ৫৫ মোতাবেক অবসায়নের আদেশ প্রদান করা হয়।		৩৯। কোন সদস্যের সদস্য পদের অবসান হইলে বা মৃত্যু হইলে এবং অবসান বা মৃত্যুর তারিখে সমবায় সমিতির নিকট তাঁহার কোন দায় দেনা অপরিশোধিত থাকিলে সদস্য পদ অবসান বা মৃত্যুর তারিখের পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে উক্ত দেনা উক্ত সদস্যের রাখিয়া যাওয়া সম্পত্তি হইতে আদায়যোগ্য হইবে, যদি উল্লিখিত তিন বছরের মধ্যে সমবায় সমিতির ধারা ৫৫ মোতাবেক অবসায়নের আদেশ প্রদান না করা হয়।	প্রস্তাবিত আইনের বর্ণনার স্বার্থে সংযোজন করা প্রয়োজন।	৩৯। কোন সদস্যের সদস্য পদের অবসান হইলে বা মৃত্যু হইলে এবং অবসান বা মৃত্যুর তারিখে সমবায় সমিতির নিকট তাঁহার কোন দায় দেনা অপরিশোধিত থাকিলে সদস্য পদ অবসান বা মৃত্যুর তারিখের পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে উক্ত দেনা উক্ত সদস্যের রাখিয়া যাওয়া সম্পত্তি হইতে আদায়যোগ্য হইবে, তবে ধারা ৫৫ অধীন কোন সমবায় সমিতি অবসায়নে ন্যস্ত থাকলে তার জন্য এই ধারা প্রযোজ্য হইবে না।
৪৪ ধারা ৪৯ ধারা	**হিসাব পত্র লিপিবদ্ধ করাইবার ব্যাপারে নিবন্ধকের ক্ষমতা।–** যদি নিরীক্ষার সময় কোন সমবায় সমিতির সকল হিসাব হালনাগাদ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিরীক্ষক সমিতির খরচে উক্ত হিসাব পত্র লিপিবদ্ধ করাইতে পারিবেন। **তদন্ত।-** ৪৯ (২) (গ) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার স্বত:প্রণোদিতভাবে অথবা কোন ব্যক্তি বা সমবায় সমিতির সদস্যের আবদনের প্রেক্ষিতে সমবায় সমিতির কার্যক্রম তদন্তের নির্দেশ দিতে পারিবে এবং তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, প্রয়োজনে, নিবন্ধককে ধারা ৮৪ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিতে পারিবে।		যদি নিরীক্ষার সময় কোন সমবায় সমিতির সকল হিসাব হালনাগাদ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিবন্ধক সমিতির খরচে উক্ত হিসাব পত্র লিপিবদ্ধ করাইতে পারিবেন।	মান সম্মত অডিট সম্পাদনের জন্য।	যদি নিরীক্ষার সময় কোন সমবায় সমিতির সকল হিসাব হালনাগাদ না হইয়া থাকে. তাহা হইলে নিবন্ধক সমিতির খরচে উক্ত হিসাব পত্র লিপিবদ্ধ করাইতে পারিবেন। ৪৯ (২)(গ) প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রয়োজন হলে সুনির্দিষ্ট কারন উল্লেখপূর্বক নিবন্ধক বিষয়টি পূণঃতদন্ত করাইতে পারিবেন।

৮০	শর্তসাপেক্ষে ক্রোকের নির্দেশ দান ও মামলা দায়েরের ক্ষমতা।- (১) নিবন্ধকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি বা সমবায় সমিতি উদ্দেশ্যমূলকভাবে নবম, দশম, একাদশ বা দ্বাদশ অধ্যায়ের আওতায় জারীকৃত কোন নির্দেশ বাস্তবায়ন, নিস্ফল বা বিলম্ব করিবার অভিপ্রায়ে তাহার বা উহার যাবতীয় সম্পত্তি বা কোন অংশ হস্তান্তর করিতেছে, অথবা সংশ্লিষ্ট নিবন্ধকের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের বাহিরে হস্তান্তর করিতেছে, তাহা হইলে নিবন্ধক উক্ত সম্পত্তি অথবা উহার সংশ্লিষ্ট অংশ ক্রোকের এবং তাহার বিবেচনামত পর্যাপ্ত জামানত প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবেন; এবং উক্ত জামানত দেওয়া হইলে ক্রোকের আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) অধীনে প্রদত্ত ক্রোকের আদেশ দেওয়ানী আদালতের ক্রোকের আদেশের মত একইরূপ আইনগত মর্যাদা ও ফলবিশিষ্ট হইবে।		(২)(ক) কোন সমবায় সমিতির সদস্যের পাওনা পরিশোধ না করিলে উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সমবায় আইন ছাড়াও রাষ্ট্রের প্রচলিত অন্য আইনে মামলা দায়ের করিতে পারিবে। (২)(খ) নিবন্ধকের অনুমতি ছাড়া কোন সমবায় সমিতি কোন সম্পদ হস্তান্তর করিতে চাহিলে সমবায় সমিতির কোন সদস্য বা পাওনাদারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সম্পদ হস্তান্তর বা ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য দেশত্যাগ করিতে না পারে সে বিষয়ে নিবন্ধক সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কাযকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবহিত করিবেন। (২)(গ) সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। (২)(ঘ) কোন সমবায় সমিতিতে আর্থিক অনিয়ম সংঘটিত হইলে উক্ত অনিয়মের বিষয়ে নিবন্ধক বাংলাদেশ ফিনানশিয়্যাল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে। (২)(ঙ) সমবায় সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন ধরণের	সমবায় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সাধারণ সমবায়ীদের স্বার্থ সুরক্ষা এবং সমবায় অঙ্গন হতে অসাধু সমবায়ী ও সুযোগ সন্ধানীদের প্রতিরোধকল্পে এই উপধারা গুলি সংযোজন করা হয়েছে।	সংশোধিত ধারাসমূহের আইনানুগ বাক্য বিন্যাস ও শব্দ চয়ন ঠিক করার জন্য সচিব ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন। ৩। এই আইনের কোন ধারা লংঘন করিলে নিবন্ধক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত সমবায়

			ব্যাংকিং চেক বা অন্যকোন ডকুমেন্টস ডিজঅনারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি নেগোশিয়েবল ইনষ্ট্রুমেন্ট এ্যাক্ট বা রাষ্ট্রের প্রচলিত অন্যান্য আইনে মামলা করিতে পারিবে এবং এ ক্ষেত্রে নিবন্ধকের অনুমতির প্রয়োজন হইবে না। (২) (চ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিবন্ধকও প্রচলিত আইনে মামলা দায়ের করিতে পারিবে।		অধিদপ্তরের কোন কর্মচারী বা সমবায় সমিতির সদস্য ফৌজদারী আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।
৮৩ ধারা	**তহবিল তছরুপ ইত্যাদির শাস্তি।-** (১) ধারা ৪৬ এর অধীন প্রাপ্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন বা ধারা ৪৯ এর অধীন প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদন বা অবসায়কের কোন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ট হন যে, কোন সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য বা সমিতির কোন সদস্য বা কর্মচারী- (ক) ইচ্ছাকৃতভাবে এই আইন বা বিধি বা উপ-আইনের বিধান ভঙ্গ করিয়া কোন অর্থ প্রদান করিয়াছেন বা প্রদানের ক্ষমতা অনুমোদন করিয়াছেন; (খ) ইচ্ছাকৃতভাবে এমন আদেশ প্রদান করিয়াছেন যাহার ফলে সমিতির কোন ক্ষতি হইয়াছে; (গ) ইচ্ছাকৃতভাবে সমিতির কোন অর্থ হিসাব বহিতে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই; বা (ঘ) সমিতির অর্থ আত্মসাত্ করিয়াছেন বা প্রতারণামূলকভাবে সমিতির কোন সম্পত্তি আটকাইয়া রাখিয়াছেন; তাহা হইলে নিবন্ধক বিষয়গুলি সুনির্দিষ্টভাবে তদন্ত করিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদন্তকালে সংশ্লিষ্ট সদস্য বা কর্মচারীকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে শুনানীর সুযোগ দিবেন এবং পরিস্থিতি অনুসারে যথাযথ মনে করিলে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ত্রুটি সংশোধন বা আত্মসাত্কৃত অর্থ বা সম্পদ সমিতিকে ফেরত বা উক্ত সদস্যের আদেশ বা কর্মকান্ডের		(ঘ) সমিতির অর্থ আত্মসাত্ করিয়াছেন বা প্রতারণামূলকভাবে সমিতির কোন সম্পত্তি আটকাইয়া রাখিয়াছেন; তাহা হইলে নিবন্ধকঃ (২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সদস্য বা কর্মচারীকে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে শুনানীর সুযোগ দিবেন এবং পরিস্থিতি অনুসারে যথাযথ মনে করিলে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত আত্মসাত্কৃত অর্থ বা সম্পদ সমিতিকে ফেরত বা উক্ত	সংশোধিত আইনের বর্ণনার স্বার্থে সংযোজন করা প্রয়োজন। সমবায় সমিতিতে আইনের শাসন নিশ্চিত করা।	তাহা হইলে নিবন্ধক যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন। ৯০ (নব্বই) দিনের সংশোধনী বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	ফলে উদ্ভুত ক্ষতিজনিত ক্ষতিপূরণ ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে প্রদানের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন। (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালনে সংশ্লিষ্ট সদস্য বা কর্মচারী বাধ্য থাকিবেন, এবং উহা পালনে ব্যর্থতা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ড বা আত্মসাক্কৃত অর্থের বা, ক্ষেত্রমত, ক্ষতিসাধিত সম্পদের মূল্যের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ দণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।		সদস্যের আদেশ বা কর্মকাণ্ডের ফলে উদ্ভুত ক্ষতিজনিত ক্ষতিপূরণ ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রদানের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন। (৪) এক্ষেত্রে নিবন্ধক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত সমবায় অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা ক্ষতিগ্রস্থ সমবায় সমিতির কোন সদস্য ফৌজদারী আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।		
৮৮	**বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-** (১) সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে। (২) এইরূপ বিধিতে এই মর্মে বিধান থাকিতে পারে যে, কোন ব্যক্তি উহা লংঘন করিলে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে বা ৫০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা) অর্থ দণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।		(২) এইরূপ বিধিতে এই মর্মে বিধান থাকিতে পারে যে, কোন ব্যক্তি উহা লংঘন করিলে তিনি অনধিক ১ (এক)বছর কারাদণ্ডে বা ১০০০০/- (দশ হাজার টাকা) অর্থ দণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	সমবায় আইনকে সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে এ উপধারাটি সংযোজন করা হয়েছে।	এই উপ-ধারার সংশোধনীর প্রস্তাবটি বহাল রাখার সিদ্ধান্ত হয়।
৮৯ ক	**ক্ষমতা অর্পণ।** অত্র আইনে অর্পিত হয় নাই এইরূপ যে কোন দায়িত্ব ও ক্ষমতা সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিবন্ধককে অর্পণ করিতে পারিবে।		অত্র আইনে অর্পিত হয় নাই এইরূপ যে কোন দায়িত্ব ও ক্ষমতা সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিবন্ধক অর্পণ করিতে পারিবে।	আইনের যথাযথ প্রয়োগের স্বার্থে এই উপধারাটি সংযোজন করা হয়েছে।	

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো: মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি)
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
ও
সভাপতি, গঠিত কমিটি